

# হুমায়ূন আজাদ ও কবিতার

## মুহুর্ত

### ভজন সরকার

এক ফেব্রুয়ারী মাসেই চলে গেলেন ডঃ আহমদ শরীফ । বড়ই অকস্মাৎ সে যাওয়া । দুদিন আগেও সারা বিকেল-সন্ধ্যা সে কি তুমুল আড্ডা । ফেরার সময় লাঠি উচিয়ে সে চিরায়িত বিদায়-সম্ভাষণ । একুশের বই মেলার জন্য টি,এস,সি চত্বর তখন লোকারণ্য । বরাবরের মত আমি ও কবি ফরিদুজ্জামান দু'হাত ধরে রাস্তা পার করে রিকসায় উঠিয়ে দিলাম স্যারকে । সেই যে শেষ যাত্রা তখন কি জানতাম ? জানলাম ভোরে এক কবি বন্ধুর টেলিফোনে । তখন ডঃ আহমদ শরীফ বারডেমের হিম ঘরে ।

দুদশকের চেনা সোহরাওয়াদী উদ্যান তখন শোক আর স্মৃতি-রোমন্টনের বিরান ভূমি আমাদের কাছে । কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায় সে আড্ডা । অন্তত একজন মধ্যমনি দরকার । কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক কে আনলে হয় । কিন্তু তিনি তো আড্ডাবাজ নন ! কোথায় পাওয়া যাবে সে সক্রোটস - যিনি সামলাবেন সব পথ সব মতের অসম বয়সের কিছু মানুষের আড্ডা ? খান সাহেব পারিবারিক ভাবে আওয়ামী পন্থি- মতাদর্শে ও আত্মীয়তায় বামপন্থি, তপন দে স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই টাংগাইলে জাসদের স্বীকৃত নেতা , আজাদ শুধু বি , এন,পি-র ভাল কাজ দেখতে পায় ,প্রাক্তন আমলারা প্রসংগে অপ্রসংগে শুধু আমলাতন্ত্রের গুন গান করেন - এমন যে আড্ডার চরিত্র সে খানে এক মাত্র ডঃ আহমদ শরীফকেই মানাত ।

একদিন হঠাৎ আগমন হুমায়ূন আজাদের । স্যার কে বলতেই রাজী হয়ে গেলেন । অসুবিধা একটাই আসতে একটু দেরী হবে। কারণ , শাহবাগে তরুন ডাক্তারদের একটা আড্ডা সেরে সন্ধ্যার একটু আগেই পৌছে যাবেন প্রতিদিন । বাবুল ইলেক্ট্রনিক্সের পাশ থেকে জাতীয় যাদুঘর হয়ে ফুটপাথের পুরনো বইয়ের দোকান -এর ধার ঘেষে হাতের মুঠোয় বেনসন সিগারেট নিয়ে সোহরাওয়াদী উদ্যানে ঢুকতেন ডঃ হুমায়ূন আজাদ - বাংলাদেশের প্রতিথযশা কবি, সমালোচক ও ভাষাবিজ্ঞানী ( এ তিনটিই তাঁর প্রিয় বিশেষণ ) ।

হঠাৎ আড্ডার চরিত্র বদলে গেল । রাজনীতির প্রতি প্রচণ্ডবিমুখ হুমায়ূন আজাদ পেয়ে গেলেন কবিতার আসর । ক্রমশঃ সন্ধ্যা পেরিয়ে নেমে আসত রাত । হাইকোটে র দিক থেকে কখনও কখনও উঠে আসত চাঁদ । গাছের ফাঁক গলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ত সবুজ ঘাসে । সোহরাওয়াদী উদ্যানের কিয়দংশ তখনও বাকী আওয়ামী সরকারের স্বাধীনতা-দর্শন প্রকল্পের আগ্রাসন থেকে । হায়রে ! সারা বাংলাদেশটাই যেখানে স্বাধীনতার স্মারক, সোহরাওয়াদী উদ্যানটাই যেখানে বঙ্গবন্ধুর সাতই মাচের ভাষনের সমার্থক , সেখানে উদ্যানের গাছ কেটে দালানের ভেতর স্বাধীনতার স্মারক বসানোর দুমতি কি ভাবে এসেছিল কে জানে ? বঙ্গবন্ধুর

আত্মা কবে মুক্তি পাবে এ চাটুকার - সুবিধাবাদীদের হাত থেকে ?

যাহোক,জ্যোৎস্না আর আঁধারের সে মোহনীয় পরিবেশে বেড়ে চলত আমাদের আড্ডা । কবিতার সে মুহূর্ত ঔলোকে হুমায়ুন আজাদ উপভোগ্য করে তুলতেন তাঁর অতুলনীয় কবিতাবোধ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে । আধুনিক কবিতা যে এমন উৎকৃষ্ট তার উপলব্ধি ও শিল্পিতায় হুমায়ুন আজাদ তা বুঝেছিলেন । আর তাই আধুনিক কবিতায় কি ভাবে মানবিকতা ছাড়িয়ে শিল্পকলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কি ভাবে ভাংগা-গড়ার নামে রীতিমত কবিতাকে কোলাহলের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে হুমায়ুন আজাদ বর্ণনা করতেন অসংখ্য কবিতা উদৃত করে । তাঁর প্রিয় কবিতার অন্যতম দুটি কবিতা বুদ্ধদেব বসুর “ বেশ্যার মৃত্যু “ ও সুধীন দত্তের “ যযাতি “ থেকে অসংখ্য বার আবৃত্তি করতেন হুমায়ুন আজাদ ।

“ উত্তীর্ণ দক্ষাশ,বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে  
অত্রঃপর অনিবার্যময় ; এবং বিজ্ঞানবদে  
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে  
ইদানিং,তবুমেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের  
ধ্বংস ( যযাতি, মুসীম্ব নাথ দত্ত ) । “

অবাক বিস্ময়ে দেখতাম “যযাতি“ থেকে অনগর্ল আবৃত্তি করে যাচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের উত্তীর্ণ পঞ্চাশ এক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ -যাঁর মৃত্যু পশ্চিমেই কিন্তু আয়ুর সীমা সামান্যও বাড়েনি মৌলবাদী ঘাতকের ঘায়ে ।

লেখক সুপিরিয়র : জানুয়ারী ১৭, ২০০৬

ডজন মরকার : প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার । কানাডার একটি সিটি  
কর্পোরেশনে র ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থাপক ॥

sarkerbk@yahoo.com

